কুষ্টিয়ায় ৬৭০টাকা কেজি দরে গরুর মাংস বিক্রি শুরু

কুষ্টিয়ায় সুলভ মূল্যে গরুর মাংস বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে শহরের পৌরবাজারে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

জেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের আয়োজনে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) আব্দুল ওয়াদুদ।

এ সময় কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) পার্থ প্রতিম শীল, জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. আল মামুন হোসেনসহ মাংস বিক্রেতা ও ভোক্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. আল মামুন হোসেন জানান, দীর্ঘদিন ধরে কুষ্টিয়ার বাজারগুলোতে গরুর মাংস ৭৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

আজ থেকে পৌরবাজারের একটি মাংসের দোকানে প্রতিদিন ৬৭০টাকা কেজি দরে গরুর মাংস বিক্রি করা হবে।
এদিকে সুলভ মূল্যে মাংস ক্রয় করতে পেরে বেশ খুশি ভোক্তারা।

মেহেরপুরে তরমুজ ও আনারসের দোকানে ভোক্তা অধিকারের অভিযান

মেহেরপুরে তরমুজ ও আনারসের বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান পরিচালনা করেছে।

বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) দুপুরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো

হয়।

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার,পুরাতন বাস স্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন অস্থায়ী দোকান ও আরতে অভিযান পরিচালনা করে তরমুজ অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি না করতে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়।

এসময় মেহেরপুর পুলিশের লাইনের একটি টিম উপস্থিত থেকে অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন।

আলমডাঙ্গায় বেশি দামে গরুর মাংস-মুরগি বিক্রি, চার ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বেঁধে দেওয়া দামের চাইতে বেশি দামে গরু ও মুরগি বিক্রির ঘটনায় আলমডাঙ্গায় চার ব্যবসায়ীকে সাড়ে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস এ আদালত পরিচালনা করেন। তিনি পৌর শহরে নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার তদারকির সময় এ জরিমানা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস আদালত সম্পর্কে বলেন, বুধবার দুপুরে পৌর শহরে নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার দর মনিটরিং করা হচ্ছিল। এসময় মাংস ও মুরগি বাজারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বেঁধে দেওয়া দামের চাইতে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। এমন অভিযোগে ওই এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

তিনি আরো বলেন, সরকারি ভাবে ব্রয়লার মুরগির উৎপাদন খরচ ১৪৫ টাকা ৭৮ পয়সা। তা উৎপাদক পর্যায়ে ১৫১ টাকা ৮১ পয়সা, পাইকারি পর্যায়ে ১৬২ টাকা ৬৯ পয়সা এবং খুচরা পর্যায়ে ১৭৫ টাকা ৩০ পয়সা দরে বিক্রি করতে হবে। একই ভাবে গরুর মাংসের উৎপাদন খরচ ৫৮৭ টাকা ৫০ পয়সা। উৎপাদক পর্যায়ে গরুর মাংসের কেজি ৬০৫ টাকা ১৩ পয়সা, পাইকারি পর্যায়ে ৬৩১ টাকা ৬৯ পয়সা এবং খুচরা পর্যায়ে ৬৬৪ টাকা ৩৯ পয়সা

বিক্রির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তাই ভোক্তা সংরক্ষণ আইনে মাংস ব্যবসায়ী মজিবর রহমানকে তিন হাজার টাকা, লিজু আলীকে দুই হাজার টাকা, মুরগি ব্যবসায়ী ইমন হোসেনকে দেড় হাজার টাকা, সোলেমান আলীকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আলমডাঙ্গার পুকুর সংস্কারের নামে মাটি কেটে বিক্রয়, একজনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গার পোয়ামারী গ্রামে স্কোভেটর দিয়ে পুকুর সংস্কারের নামে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন করে ইটভাটায় বিক্রির দায়ে আমির হোসেন নামে এক ব্যাক্তিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত এ অভিযান পরিচালনা করেন। একই সময়ে ওই ব্যক্তিকে অনাদায়ে তিন মাসের কারাদণ্ড ঘোষনা করলে জরিমানার টাকা পরিষোধ করা হয় ।

অভিযুক্ত আমির হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলার পোয়ামারী গ্রামের মৃত জিয়ামদ্দিনের ছেলে।

আদালত সূত্রে জানাগেছে, উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের পোয়ামারী গ্রামের আমির হোসেন। গত কয়েকদিন যাবৎ পুকুর সংস্কারের জন্য দায়িত্ব দেন হাবিবুর রহমান রঞ্জুকে। সে পুকুর সংস্কারের নামে ওই পুকুরের মাটি কেটে ইটভাটা সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করছিল। এতে মাটি পরিবহণে ব্যবহৃত ট্রাক্টর চলাচলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট স্নিগ্ধা দাস ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় ওই পুকুরের মালিক আমির হোসেনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও

অনাদায়ে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ঘোষনা করা হয়। এ সময় অভিযুক্ত হাবিবুর রহমান জরিমানার টাকা তাৎক্ষণিক পরিষোধ করেন।

গাংনীর হাসিনা প্রাইভেট হাসপাতালে আবারও ভুল চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যু

হাসিনা প্রাইভেট হাসপাতাল ও গাংনী ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আবারও ভুল চিকিৎসায় পান্না খাতুন (২২) নামের এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। পান্না খাতুন গাংনী উপজেলার দেবিপুর গ্রামের মো: সেলিমের স্ত্রী।
এঘটনার পরপরই ওই ক্লিনিকের মালিক হাফিজুল ইসলাম ও চিকিৎসকরা ক্লিনিকটি বন্ধ করে পালিয়ে গেছেন।

তবে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত, ক্লিনিকের মালিক হাফিজুল ইসলাম বামন্দী করবী ক্লিনিকে বসে রোগীর স্বজনের সাথে টাকা দিয়ে মিটমাট করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে।

এই ঘটনায় সিজারকারি চিকিৎসক আবু সালেহ মোহাম্মদ ইমরানের সাথে কথা বলার জন্য তার মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দিলেও ফোন রিসিভ করেননি।

তবে, ক্লিনিক মালিক হাফিজুল ইসলাম মোবাইল ফোনে জানান, সিজারের সময় আমি অপারেশন থিয়েটারে থাকি। পান্না খাতুন ভুল চিকিৎসায় নয়, কার্ডিয়াক অ্যার্টাক্টে মারা গেছেন। নিহত পান্না খাতুনকে এনেসথেসিয়া দেন চিকিৎসক ইমরান হোসেন।

হাসপাতালের রিসিভসনের দায়িত্বে নিয়োজিত পপি খাতুন বলেন, প্রতিষ্ঠানের মালিক হাফিজুল ইসলাম ইফতার করতে বাড়িতে গেছেন। আর আসেনি। ডাক্তার আবু সালেহ মোহাম্মদ ইমরান সিজার করেছেন। এসময় সেবিকা ছিলেন পারুলা খাতুন নামের একজন।

তিনি আরও জানান, নিহত পান্না খাতুন (২২) সকালের দিকে প্রসব বেদনা

নিয়ে আমাদের এখানে ভর্তি হন। সকাল আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে তাকে সিজার করা হয়। রোগী ও সন্তান প্রথম দিকে সুস্থ থাকলেও কিছুক্ষণ পর মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে রাউন্ডে আসা চিকিৎসক মাহবুবুর রহমান রিংকু তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানেই নিয়ে যাওয়ার সময় পথের মধ্যে মারা যান তিনি।

একই কথা জানান, ক্লিনিক মালিক হাফিজুল ইসলাম। তিনি বলেন, রোগী প্রথম দিকে সুস্থ থাকলেও পরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসক মাহবুবুর রহমান রিংকু তাকে রেফার্ড করেন।

তবে, চিকিৎসক মাহবুবুর রহমান রিংকু বলেন, আমি রোগীর অবস্থা দেখে স্বজনদের বলেছি রোগী এখানে থাকলে মারা যাবে। দ্রুত উন্নত হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে, আমি রেফার্ডের কাগজপত্র কোথাও স্বাক্ষর করিনি। রোগীর কার্ডিয়াক অ্যাট্রাক্ট হয়েছে লিখতে বলেছিলেন মালিক। আমি সেটি লিখিনি।

জানা গেছে, এঘটনার পরপরই হাসপাতালের মালিক হাফিজুল ইসলাম বিষয়টি প্রশাসনের নজর এড়াতে শুরু করেন দৌড়ঝাঁপ। রোগীর স্বজনদের সাথে মিটমাট করতে বামন্দীর করবী ক্লিনিকে বসেন। রোগীর স্বজনদের এক লাখ টাকা দিয়ে মিটমাট করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে, এক লাখ টাকা নয় আরও বাড়াতে দর কষাকষি চালাচ্ছিলেন।

একটি সুত্র জানিয়েছে, সরকারি বিধি মোতাবেক বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় যন্ত্র পাতি না থাকলেও প্রশাসনকে ম্যানেজ করে অবৈধভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন সিজারিয়ান। এখানে দক্ষ সিজারিয়ান ও এনেসথেসিয়া চিকিৎসক, নার্স না থাকলেও ক্লিনিক মালিক হাফিজুল ইসলাম চালিয়ে যাচ্ছেন এই ব্যবসা। ওটি রুমে নিজের থাকার ব্যাপারে হাফিজুল ইসলাম বলেন, আমি ক্লিনিকের মালিক হিসেবে ওটিতে থাকতে পারি। সিজার ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা সেটা পর্যবেক্ষণ করি। তিনি আরো বলেন, এর আগে জুগিন্দা গ্রামের একজন রোগী মারা গেছেন। সেটি স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাকের মাধ্যমে সমঝোতা করা হয়েছে। এটাও সমঝোতা করে নেবো।

গভীর রাত হওয়ায় স্বাস্থ্য বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের কর্তাদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

হরিণাকুণ্ডুতে অবৈধ সীসা কারখানা সিলগালা, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার চারাতলা নামক স্থানে অবৈধ সীসা কারখানার বিষক্রিয়ায় বিভিন্ন সময় ১০/১২টি গরু মারা গেছে। এবিষয়ে ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তর খবর পেয়ে গতকাল বুধবার বিকালে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে অবৈধ সীসা কারখানাটি সিলগালাসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন হরিণাকুন্ডু উপজেলার এসিল্যান্ড ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নিরুপমা রায়। অভিযানের সময় ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মুস্তাছির রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এলাকাবাসি সুত্রে জানা গেছে, প্রায় তিন বছর ধরে চারাতলা বাজারের পাশে পায়রাডাঙ্গা গ্রামের ডালিম মন্ডল তার জমি ভাড়া দিয়ে এই অবৈধ কারখানা পরিচালনা করতে সহায়তা করে আসছিলেন। গাইবান্ধা জেলার মশিয়ার রহমান জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে চারাতলা বাজারের নির্জন স্থানে অবৈধ সীসা কারখানায় পুরানো ব্যাটারি থেকে সীসা সংগ্রহের কাজ করে আসছিল। এই কারখানা থেকে তীব্র ঝাঝালো এসিডের গন্ধে এলাকার পরিবশে বিপন্ন হতো।

গতকাল শিতলী গ্রামের আলো জোর্য়ারদার অভিযোগ করেন, বুধবার ওই কারখানার পাশে তার ৮টি গরু ঘাস খাচ্ছিল। বিষক্রিয়ায় তার গরুর পাল অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাড়ি আনার পর তিনটি গরু মারা যায়। বাকী পাঁচটি গরু তড়িঘড়ি করে স্থানীয় ইবাদত কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

পায়রাডাঙ্গা গ্রামের মকলেছুর রহমান জানান, এর আগে ভালকী গ্রামের খেলাফৎ ও পায়রাডাঙ্গা গ্রামের কলিম উদ্দীনসহ একাধিক কৃষকের ১০/১২টি গরু মারা গেছে। এসব গরুর দাম প্রায় ১৫ লাখ টাকা হবে। এই অবৈধ সীসা কারখানা উচ্ছেদের জন্য এলাকাবাসি বহুবার হরিণাকুণ্ডু উপজেলা প্রশাসন ও ঝিনাাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরকে জানালেও তারা

অদৃশ্য কারণে তা বন্ধ করেনি। অবশেষে বিভিন্ন সময় ১০/১২টি গরুর মৃত্যুর পর বুধবার ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে কারখানাটি সিলগালা করা হয়।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, গাইবান্ধা জেলার মশিয়ার রহমান এর আগে সদর উপজেলার আসাননগর, বংকিরা, বৈডাঙ্গা ও হরিশংকরপুর গ্রামে এই কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করে গ্রামবাসির প্রবল বাঁধার মুখে বিতাড়িত হয়। কারখানা পরিচালক গাইবান্ধা জেলার মশিয়ার রহমান জানান, “তিনি ঘাটে ঘাটে টাকা দিয়ে এই কারখখানা চালিয়ে আসছিলেন। আমার টাকা সবার পকেটে আছে। তিনি দাবী করেন ৪০ জায়গায় তিনি মাসিক টাকা দিয়ে এই ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন”।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মুন্তাছির রহমান জানান, আমার লোকবল নেই। একটা অভিযান পরিচালনা করতে প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ। কিন্তু অফিসের কোন বরাদ্দ নেই। তিনি বলেন, বুধবার ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে অবৈধ সীসা কারখানাটি সিলগালাসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ৯ দোকানিকে সাড়ে ৯ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় রমজানের দ্বিতীয় দিনে বাজার তদারকিতে নেমেছিল ভ্রাম্যমাণ আদালত ও মনিটরিং দল। ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা ছাড়াও পৌর শহরের ৯টি দোকানিকে অতি মুনাফার জন্য সাড়ে ৯ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

তবে ভ্রাম্যমাণ আদালত ও মনিটরিং দল ঘুরে আসার পরপরই দাম বাড়িয়ে দিতে দেখা গেছে অসাধু ব্যবসায়ীদের। এক্ষেত্রে আইনের কঠোর প্রয়োগের কথা বলছে উপজেলা প্রশাসন।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌরবাজারে আজ বুধবার বিকেলে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাজার মনিটরিং করতে দেখা যায়। বর্ধিত দামে বিক্রি হওয়া খেজুর, তরমুজ, শসা, ডালসহ বিভিন্ন নিত্যপণ্যের

পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা এবং আড়তদারদের সঙ্গে কথা বলেছেন তারা। পরীক্ষা করেছেন ক্রয়-বিক্রয়ের রশিদ। এরমধ্যে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মূল্যে পণ্যবিক্রির দায়ে ৯ ব্যবসায়ীকে সাড়ে ৯ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত ও মনিটরিং দল চলে আসার পর পরই এসব ফল, শসা ও মুদির দোকানে আবার অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে দেখা গেছে।

গাংনী পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ কাজ অনিশ্চিত!

গাংনীর বাজার স্থানান্তর না হওয়ায় থমকে আছে গাংনী পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ কাজ। মার্কেট নির্মাণ না হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন ব্যবসায়ী ক্রেতা সাধারণ।

এ নির্মাণ কাজ বাঁধাগগ্রস্থ করতে কৌশলগত ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে। গাংনী বাজারের ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারনের দীর্ঘদিনের দাবী যেন মুখ থুবড়ে পড়েছে। তবে দ্রত সমাধান করে মার্কেট নির্মাণ কাজ শুরুর দাবী পৌরবাসীর। পৗর কর্তৃপক্ষ বলছে, হাটটি অন্য কাথাও স্থানান্তর করা না হলে পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

জানাগেছে, ১৬ কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মিত হতে যাচ্ছে গাংনী পৌর সুপার মার্কেট। এ নির্মাণ কাজ বাঁধাগ্রস্থ করতে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ ও উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করছেন বলে অভিযোগ করেছেন গাংনী পৌরকর্তৃপক্ষ।

এ কাজের প্রমাণ মিলেছে গাংনী উপজেলার প্রাণকেন্দ্রের একমাত্র সাপ্তাহিক হাট ফুটবল মাঠে স্থানান্তরে বাঁধা দেওয়ার মধ্য দিয়ে। এলাকার স্বার্থে ফুটবল মাঠ সংস্কারে পৌর কর্তৃপক্ষের অবদান থাকলেও গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবস্থান ঠিক উল্টো।

পৌর কর্তৃপক্ষ বলছে, হাটটি অন্য কোথাও স্থানান্তর না করা পর্যন্ত পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

পৌর মেয়র আহমেদ আলী জানায়, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের স্বাচ্ছন্দে যাতে ব্যবসা করতে পারে সে জন্য পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ব্যায় ধরা হয় ১৬ কোটি ২৯ লাখ টাকা। কাজের মেয়াদ কাল প্রায় দুই বছর। এ সময়ে ব্যবসায়ীদের জন্য অস্থায়ী স্থান নির্ধারণ করা হয়।

তহবাজারটিতে স্থানীয় কাচা বাজারে স্থানান্তর করা হয়। সাপ্তাহিক দুটি হাট ফুটবল মাঠে বসানোর জন্য এলাকাতে মাইকিং করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার থেকে হাট বসানোর কথা ছিল। সে কাজে বাঁধসাধে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি ও গাংনী উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মোশারফ হোসেন বলেন গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের প্রভাষক শফি কামাল পলাশ এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। এতে হাটটি না বসানোর দাবী জানানো হয়। এখানে জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করা হয়নি।

একটি সুত্র বলছে, পৌর মেয়র আহম্মেদ আলীর সাথে রাজনৈতিক মনোদ্বন্দ্ব রয়েছে মোশারফ হোসেনের। একসময় একই বৃত্তে থাকলেও বেশ কিছুদিন যাবত দুজন দু’মেরুতে অবস্থান নেন। এটি প্রকট আকার ধারণ করে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে। নৌকা প্রার্থী নাজমুল হক সাগরের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন মেয়র আহম্মেদ আলী। অন্যদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী মকবুল হোসেনের পক্ষ নেন মোশারফ হোসেন ও শফি কামাল পলাশ।

কয়েকজন ব্যবসায়ী জানান, পৌর মার্কেটটি নির্মিত হলে ব্যবসায়ীরা সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দে ব্যবসা করতে পারবেন। অথচ সাপ্তাহিক হাটটি স্থানান্তর করা না গেলে মার্কেটটি নির্মাণ করা সম্ভব হবে না। আবার হাটের জন্য অস্থায়ী স্থান নির্ধারণ না করা হলে ব্যবসায়িরা বিপাকে পড়বেন। তারা এখানে ব্যবসা না করতে পারলেও অন্যস্থানে জায়গা করে নিবেন। ফলে হাটটির ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। সেই সাথে ক্ষতিগ্রস্থ হবে ইজারদার ও ব্যবসায়ীগন।

জানা গেছে, গাংনী ফুটবল মাঠের জমি গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একার নয়। ব্যাক্তি মালিকানাধিন বসত ভিটা ছাড়াও স্থানীয় তহশীল অফিসের জমি রয়েছে। কিন্তু মাঠটি নিজেদের বলে দাবী

করে জনগনের স্বার্থের কথা না ভেবে অস্থায়ী হাট বসানোয় বাঁধা দেয়া হচ্ছে।

গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী আরও জানান, ফুটবল মাঠে হাটটি বসানোর কথা ছিল। সেটি বাধা দিচ্ছেন গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

যেহেতু জায়গাটি তাদের তারা পৌরসভাকে বলতে পারতো কিন্তু তা না করে সংবাদ সম্মেলন করে নোংরা রাজনৈতিক পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে বাধাগ্রস্থ করছে। হাটটি কাঁচা বাজার ও র্যাব ক্যাম্প মধ্যবর্তী রাস্তার পাশে বসবে। ইতোমধ্যে মসজিদ কমিটির লোকজনের সাথে কথা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি ওখানে সাপ্তাহিক হাট বসানো হবে ও মার্কেট নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে।

প্রথম রোজায় সরগরম মেহেরপুরের ইফতার বাজার

দুপুরের পর থেকেই মেহেরপুরের অলিগলি, প্রধান সড়ক সবখানেই শুরু হয় ইফতারের হাঁকডাক। হোটেল-রেস্তোরাঁ, মসজিদের সামনে, ফুটপাথসহ মেহেরপুর পরিণত হয়েছে বড়ছোট ইফতারি বাজারে।

প্রথম রোজা, তাই একটু আগেভাবেই ইফতার জন্য পছন্দের খাবার কিনতে দোকানগুলোতে ভিড় জমাচ্ছেন রোজাদারেরা।

আজ মঙ্গলবার দুপুরের আগে থেকে দোকানগুলোয় বিভিন্ন মুখোরোচক খাবারের পদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। বিকেল গড়াতেই শুরু হয় বেচাকেনা। চলে ইফতারের আগ পর্যন্ত।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বিকেলের আগেই শুরু হয়ে যায় ভাজাভাজি। তপ্ত কড়াই থেকে ছেঁকে ছেঁকে তোলা হতে থাকে বেগুনি, পেঁয়াজু, চপ, জিলাপিসহ নানা রকমের খাবার। পাশেই টেবিল পেতে চলে বিক্রি।
ইফতারে এসব নানা পদের মধ্যে রয়েছে রেশমি কাবাব, হালিম, গ্রিল চিকেন, বুন্দিয়া, কাচ্চি, জিলাপি, ছোলা, পেঁয়াজু, চপ।

এছাড়াও রয়েছে লেবুর শরবত, বেলের শরবত, তরমুজের শরবতসহ বিভিন্ন পানীয়র আয়োজন।

শহরে বসবাসকারী হাতেম আলী। প্রথম রমজানের ইফতার করবেন পরিবারের সঙ্গে। তাই আগেভাগেই ইফতার কিনতে এসেছেন তিনি।

তিনি বলেন, প্রতি বছর রোজায় তিনি পরিবারের সঙ্গে ইফতার করেন। তাই ইফতার কিনতে এসেছেন তিনি। তবে এবারের ইফতারির আইটেমগুলোর দাম একটু বেশি বলে মনে করছেন হাতেম আলী। এরপরেও হরেক রকম খাবার কিনেছেন তিনি।

দামুড়হুদার জয়রামপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঁঠাল তলায় কসমেটিকসের দোকানে ও দুটি মুদি দোকানে চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালতে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে কাঁঠাল তলা নামক স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহাম্মেদ।

জানাগেছে, রমজান উপলক্ষে অতি মুনাফালোভীরা যেনো বেশি দামে পণ্য বিক্রয় করতে না পারে সেজন্য সরকারের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বাজার মনিটরিং করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় আজ দুপুরে উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঁঠাল তলা নামক স্থানে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় কাঁঠাল তলার মুদি দোকান রমজান স্টোরকে দোষী সাব্যস্ত করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ (ক) ও ৩৮ (খ) ধারা অনুযায়ী মোট ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই দিনে কাঁঠাল তলায়

মুদি দোকান মোঃ মাসুদুর রহমান কে দোষী সাব্যস্ত করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ (ক) ও ৫১ (খ) ধারা অনুযায়ী মোট ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সাথে কাঁঠাল তলায় মেসার্স কে এম কসমেটিক এর স্বত্বাধিকারী মোঃ কলিম উদ্দিন কে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৯ এর (ক) ধারা অনুযায়ী ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সর্বমোট ৩টি প্রতিষ্ঠানে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহাম্মেদ।

অভিযান শেষে তিনি তরমুজের আরতদারদের সতর্ক করে বলেন, কোন তরমুজ যেন কেজি ওজনে বিক্রয় করা না হয়। সব তরমুজগুলোই পিস হিসেবে বিক্রয় করার পরামর্শ দেন। প্রতিটি বেচাকেনার লেনদেনের ভাউচার সংরক্ষণ করতে বলা হয়। কোন অনিয়ম দুর্নীতি করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জনস্বার্থে অভিযান অব্যাহত থাকবে। অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি চৌকস টিম।